দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 JUL 2007 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

শিক্ষা সংস্কার : সিদ্ধান্তের আগে প্রস্তুতির প্রতি গুরুত্বারোপ

শাহজাহান শুভ

মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে যথেষ্ট প্রস্তুতির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন শিক্ষক, অভিভাবক ও বিশেষজ্ঞরা। অন্যথায় একমুখী শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের মত বড় ধরনের অপচয় গুণতে হবে সরকারকে। সম্প্রতি আগামী ২০০৯ সাল থেকে নতুন প্রশ্নপত্রে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় নতুন পদ্ধতি বাস্তবায়নের কথা ঘোষণা করেছে সরকার। শিক্ষক, অভিভাবক ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিক্ষাবর্ষের অর্ধেকেরও বেশি সময় চলে গেছে, এ অবস্থায় নতুন পদ্ধতি চালু হলে শিক্ষার্থীদের ওপর বাড়তি চাপ পড়বে। তাছাড়া প্রস্তাবিত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র (এসকিউ) সম্পর্কে শিক্ষকরাই এখন পর্যন্ত পুরোপুরি জ্ঞাত নন। অভিভাবকরা গতকাল (শনিবার) এ বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। কয়েক দিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমসিকিউ এবং লিখিত উভয় বিষয়ের প্রশ্নপত্রে ব্যাপক সংস্কারের ঘোষণা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে। মাধ্যমিক শিক্ষাখাত মানোন্নয়ন প্রকল্পের (সেসিপ) অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়নের জন্য এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা যায়। এতে নতুন প্রশ্নপত্র অনুযায়ী আগামী ২০০৯ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষা নেয়ার কথা বলা হয়।

শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি নতুন পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের ওপর বাড়তি চাপ ফেলবে : শিক্ষক অভিভাবক ও বিশেষজ্ঞদের মত

বর্তমানে যারা নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে তাদের প্রথমবারের মতো নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেয়ার কথা। বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাতেও সংস্কার বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে সরকারের ঘোষণায়। নতুন নিয়মে প্রচলিত পদ্ধতির ৫০ নম্বরের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত উত্তরের (প্রশ্ন, ব্যাখ্যা ও রচনামূলক প্রশ্ন) পরিবর্তে ৬০ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন (এসকিউ) ব্যবহার করা হবে। তবে পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ নম্বরের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন (এসকিউ) ব্যবহার করা হবে। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের (এমসিকিউ) জন্য বর্তমানে নির্ধারিত ৫০ নম্বরের পরিবর্তে ৪০ নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও উচ্চতর গণিতে ৩৫ নম্বর, কম্পিউটার শিক্ষায় ৩০ শতাংশ নম্বর এবং কৃষিশিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে ২৫ শতাংশে নম্বর এমসিকিউ প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত হবে। প্রতিটি এমসিকিউ প্রশ্নের জন্য এক মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে। সরকারের এই নির্দেশনা ইতোমধ্যে সব বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সরকারের নির্দেশনা সম্পর্কে পূর্ব থেকে আলোচনা না হওয়ার কারণে শিক্ষকরা বিষয়টি পুরোপুরি বুঝতে পারছেন না। অন্যদিকে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে উৎকণ্ঠা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক পদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, ২০১০ সাল থেকেই নতুন পদ্ধতি কার্যকর হওয়া উচিত। শিক্ষার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাড়াহুড়ো না করে পর্যাপ্ত সচেতনতার পর এটি চালু হলে অনেক বেশী ভালো হবে। রাজধানীর গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ হাফিজুল ইসলাম বলেন, ২০১০ সাল থেকে এই নতুন পদ্ধতি চালু হলে ভালো হতো। কারণ ২০০৯ সালে যারা এসএসসি পরীক্ষা দেবে তারা এখন নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে। একটি সিলেবাসকে সামনে নিয়ে শুরু হওয়া চলতি বছরের শিক্ষাবর্ষের অর্ধেকের বেশী সময় চলে গেছে ইতোমধ্যে। তাই নতুন করে পরীক্ষা পদ্ধতি তাদের জন্য একটু সমস্যা হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিগত সরকারের সময়ে একমুখী শিক্ষা প্রকল্পের উদ্যোগ নিলেও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হয়নি। ওই প্রকল্পে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও সরকারের প্রায় ৫০০ কোটি টাকা অপচয় হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের এবারের উদ্যোগও এডিবির ঋণের টাকায় নেয়া হয়েছে বলে সূত্র জানায়। প্রকল্পের ৭৯৩ কোটি ৩৩ লাখ টাকার মধ্যে ৫৯৫ কোটি টাকা এডিবি থেকে ঋণ নেয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশাল অংকের ঋণের টাকা সুপরিকল্পিত খাতে ব্যয় না হলে অপচয় হতে বাধ্য। তাই যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে পর্যাপ্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা সংস্কার প্রকল্পের আগে এ নিয়ে গবেষণা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নসহ যথেষ্ট প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে।

অভিভাবকদের সংবাদ সম্মেলন

মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে অভিভাবকরা গতকাল (শনিবার) এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশনে (ক্র্যাব) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অভিভাবকরা বলেন, শিক্ষাবর্ষের অর্ধেক সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের সিদ্ধান্ত আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে। তারা বলেন, আমরা খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি, নতুন কাঠামোবদ্ধ (এসকিউ) পদ্ধতি সম্পর্কে আইডিয়াল, ভিকারুননিসা, উইলস লিটলের মত দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষকই তেমন কিছুই জানেন না। আর গ্রামগঞ্জের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও এ বিষয়ে কিছুই জ্ঞাত নন। পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের ফলে প্রশ্নপত্র কি ধরনের হবে তার কোন নমুনা চলমান পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ নেই। এজন্য তারা এখন থেকে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আগামী বছরের শুরুতে স্কুল এবং ২০১০ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় নতুন পদ্ধতি চালু করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আইডিয়াল স্কুলের অভিভাবক পারভেজ আক্তার। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে আইডিয়াল স্কুলের অভিভাবক জাকিয়া বেগম, সেন্ট্রাল গভঃ স্কুলের শায়লা পারভীন, সেলিনা বেগম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।